প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৭

ছাত্রদলের কমিটি করে নিবন্ধনের শর্ত লঙ্ঘন করেছে বিএনপি

প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে : ইসি

তানভীর মোহাম্মদ

দলীয়ভাবে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন দিয়ে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনের শর্ত ও দলের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে বিএনপি। নির্বাচন কমিশন (ইসি) বলেছে, কমিশন বিএনপির কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। শর্ত লঙ্ঘিত হয়ে থাকলে কমিশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

সম্প্রতি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অনুমোদনের পর দলের ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক ছাত্রদলের নতুন এই কমিটির ঘোষণা করেন। ছাত্রদলের এই কমিটি নিয়ে ফেসবুক-বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, বিতর্কিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থান করে দেওয়া হবে।

কিন্তু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইনের (আরপিও) ৯০(বি)(১)(বি) ধারায় বলা হয়েছে, নিবন্ধনের শর্ত অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে ছাত্রদের সমন্বয়ে কোনো অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকতে পারবে না। এই শর্ত মেনেই বিএনপি গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনে এবং এরপর কমিশন দলটিকে নিবন্ধন দেয়।

কমিশনে জমা দেওয়া বিএনপির সংশোধিত গঠনতন্ত্রেও বলা আছে, ছাত্রদের নিয়ে কোনো অঙ্গসংগঠন থাকবে না। তবে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশাজীবী, যারা বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরা নিজ নিজ গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংগঠন করতে পারবেন। এসব সংগঠন বিএনপির সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ হুসেন হোসাইন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপি দলীয়ভাবে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করে দিলে সেটা আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। তবে বিএনপির চেয়ারপারসন ও দলের ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক যদি ব্যক্তিগতভাবে এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, এ ব্যাপারে বিএনপির বক্তব্য জানতে চাওয়া হবে। কাগজপত্র দেখে আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রমাণিত হলে সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কমিশন ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী শাহদীন মালিক *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে ছাত্র সংগঠনের যে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, তা আরপিও এবং দলীয় গঠনতন্ত্রের স্পষ্ট লঙ্ঘন। শর্ত লঙ্ঘিত হলে কমিশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬ ● তিন কমিটি বাতিল, চার নেতা বহিষ্কারের ঘটনায় বিক্ষোভ : পৃষ্ঠা ২০

ছাত্রদলের কমিটি করে নিবন্ধনের শর্ত লঙ্ঘন করেছে বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি জানান, আরপিওর ৯০(৩ইচ) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দল আইনের ৯০(বি)(১)(বি) ধারার বিধান লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনকে দলীয় অঙ্গ হিসেবে রাখলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কমিশন বাতিল করতে পারে।

সম্প্রতি ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত কয়েকটি সমাবেশে বিতর্কিত নেতারা খালেদা জিয়া ও বিএনপির এই কমিটি গঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ছাত্রনেতারা বলেন, ছাত্রদল বিএনপির অঙ্গসংগঠন নয়। তাই এই সংগঠনের কমিটিতে কারা থাকবেন, তা বিএনপি ও দলীয় প্রধান নির্ধারণ করতে পারেন না।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক সেনাপ্রধান মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এ কথা ঠিক, ছাত্রদল বিএনপির অঙ্গসংগঠন হিসেবে থাকবে না—এমন শর্তপূরণ করেই বিএনপি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়েছে। তা ছাড়া দলের সঙ্গে ছাত্রদলের লেজুড়বৃত্তি না রাখারও বিধান ছিল। তবে সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিএনপির চেয়ারপারসন সংগঠনটির কমিটি গঠন করতে পারে কি না, সে বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তবে ছাত্রদল বিএনপির অঙ্গসংগঠন থাকাকালে দলীয় চেয়ারপারসনই কমিটি গঠন করতেন।

বিএনপির অন্য এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিএনপি কাউন্সিল করে নির্বাচন কমিশনে এখনো স্থায়ী গঠনতন্ত্র জমা দেয়নি। তাই ছাত্রদল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দল ও চেয়ারপারসনের আছে।

তবে নির্বাচন কমিশনের আইন শাখার এক কর্মকর্তা বলেন, কমিশনের কাছে জমা দেওয়া গঠনতন্ত্রই চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র। দলগুলোকে কেবল এটি কাউন্সিলে চূড়ান্ত করে কমিশনে জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। ওই কর্মকর্তা বলেন, কারও কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে জমা দেওয়া অস্থায়ী গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিশন যেকোনো দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।